ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিতর্কের মুখে নেটফ্লিক্স থেকে সরিয়ে নেওয়া হল নয়নতারার সিনেমা

পৃঃ ৫

শূন্য রান করার 'দৌড়ে' যে সব ভারতীয়দের পেছনে ফেললেন রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১৭ ● কলকাতা ● ০২ মাঘ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৭ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙায় না,

কেন্দ্র - রাজ্য বিবাদে আটকে গেল আরও এক প্রকল্প

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার কেন্দ্র রাজ্য কাজিয়ার বলি হতে চলেছে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন। অসহযোগিতার পথে হেঁটে মেট্রো রেলের জন্য দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙার প্রশ্ন নেই বলে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের একাংশ ভাঙা প্রয়োজন বলে নবান্নকে চিঠি দিয়েছিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বাম - কংগ্রেসের দাবি, কেন্দ্র - রাজ্য সংঘাতে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রাজ্যবাসী। তা রাস্তা তৈরির জন্য জমি হোক বা কেন্দ্রের কোনও জনকল্যাণমুখি প্রকল্প, সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বার বার রাজ্যবাসীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্রোর সূত্রে খবর, মেট্রোর লাইন ইচ্ছা মতো যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই যে জমির জন্য আবেদন করা হয়েছে তা না পেলে মেট্রো সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। দক্ষিণেশ্বরে জমি না পেলে উত্তর - দক্ষিণ মেট্রোয় যাত্রার সময় কমানো সম্ভব নয়।একই সঙ্গে জোকা - বিবাদী বাগ মেট্রোর জন্য আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের জমি দিতেও অস্বীকার করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাম - কংগ্রেসের দাবি, কেন্দ্র - রাজ্য এই আকচা আকচিতে আসলে

এরপর ৩ পাতায়

এবার বাংলায় চালু হবে 'অন্নপূর্ণা প্রকল্প',

প্রতি মাসে মহিলারা পাবেন ২০০০! ঘোষণা সুকান্তর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। শাসক থেকে বিরোধী বর্তমানে সকল দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে। ভোটের আগে চলছে সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পালা। এরই মধ্যে এবার লোকসভা নয় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিরাট ঘোষণা বঙ্গ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। একাধিক দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে সরাসরি তোপ দেগে সুকান্ত বলেন, 'গ্রামের মানুষেরা চরম দারিদ্রতায় দিন কাটাচ্ছে। ঠান্ডার কাপড় কেনার জন্য মানুষের কাছে টাকা নেই। গোটা রাজ্য দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। "সোমবার মুর্শিদাবাদ থেকে সুকান্ত বলেন, ২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় 'অন্নপূর্ণা প্রকল্প' চালু করা হবে। আর রাজ্যের রোজগারহীন মহিলাদের হাতে নগদ দু'হাজার টাকা তুলে দেওয়া হবে। এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

এদিন রাজ্যের দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে জোর আক্রমণ শানান সুকান্ত মজুমদার। ফের নেতার মুখে উঠে আসে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ। সাফ মাথায় সুকান্ত বলেন, সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্য কোনও পদক্ষেপ না করলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এতে হস্তক্ষেপ করবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুকান্ত। বলেন, "পুরো শিক্ষা দফতরটাই কারাগারে। একেক জনকে কারাগারে যেতে দেখে সবাই রীতিমতো কাঁপছে।" শুধু তাই নয়, এরপর বিস্ফোরক মন্তব্য করে সুকান্ত বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এত বড় দুর্নীতিতে লিপ্ত যে তাতে মহাভারত লেখা যেতে পারে।"

সন্দেশখালিকাণ্ডে এখনও অধরা

তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডি আধিকারিক ও সংবাদমাধ্যমকে পেটানোর পর কেটে গিয়েছে ১১ দিন। সন্দেশখালিকাণ্ডে এখনও অধরা তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। এ নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় তখন মঙ্গলবার 'ইঙ্গিতপূর্ণ' মন্তব্য করলেন তৃণমূলের এক তরুণ মুখপাত্র।শাহজাহান এখনও পর্যন্ত অন্তরালে। কিন্তু সোমবার তিনি আইনজীবী মারফত কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেন, ইডি যে মামলা দায়ের করেছে, তাতে তিনি 'পক্ষ' হতে চান। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাহিনী যা ঘটিয়েছিল, তা নিয়ে শাসকদল যে তাঁর সমালোচনা করেছিল এমন নয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুধু বলা হয়েছিল, ওই ঘটনা 'অনভিপ্রেত'। কিন্তু গোটা ঘটনার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 'উস্কানি' দেখেছিল তৃণমূল। তার পর ১১ দিনের মাথায় তৃণমূলের মুখপাত্র লিখিত ভাবে বললেন, শাহজাহানের গ্রেফতারি সময়ের অপেক্ষা। ঋজুর ওই পোস্টের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জানা যায় সন্দেশখালিকাণ্ডে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল সাত।

সন্দেশখালি-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মতস্য কর্মাধ্যক্ষ শাহজাহান কোথায় তা নিয়ে নানা জল্পনা রয়েছে। বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর দাবি করেছেন, শাহজাহান নাকি

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

শিক্ষা শান্তি সাফল্য

আল-আলামিয়াহ্ মিশন

স্থাপিত ঃ ২০২০

পরিচালনায় - মালিওর মিলন পল্লী কল্যাণ সমিতি

Regd. No. - S/1L/75246

প্রসপেক্টাস-২০২৪

এলকেজি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ঠিকানা ঃ গ্রাম ও পোঃ - মালিওর, থানা - হরিশচন্দ্রপুর, জেলা - মালদহ, পিন - ৭৩২১২৫

যোগাযোগ ঃ 9733344923 (Clerk) ● 7368865372 (H.M.)

8372877005 (Director) ● 9733482306 (Secretary)

alalamiahmision2010@gmail.com

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কল্যাণের বড় প্রশ্ন আদালতে,

'সিবিআই হাত পা পেল, দেহ পেল না কেন? নিয়োগ নথিরই তদন্ত হোক'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে জমা দেওয়া কেন্দ্রীয় এজেন্সির নথি নিয়েই এবার আদালতে সংশয় প্রকাশ করলেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।পাল্টা হিসেবে চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী ওএমআর শিট কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, "র‍্যাঙ্ক জাম্প করে কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের চাকরি দেওয়া হয়েছে।"

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার সেখানেই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে দু'পক্ষের সওয়াল জবাবের পর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের চাকরি থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"এদিন মামলার শুরুতেই আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গাজিয়াবাদ থেকে যে হার্ড ডিস্ক উদ্ধার হয়েছে তার কম্পিউটার যদি উদ্ধার না হয় তাহলে তা প্রামাণ্য তথ্য হতে পারে না।তাও আবার উদ্ধার করা হয়েছে এনওয়াইএসএ-র প্রাক্তন কর্মী পঙ্কজ বনশালের গাজিয়াবদের বাড়ি থেকে। হাত পা পাওয়া গেল, কিন্তু দেহ পাওয়া গেল না? এটা সম্ভব? এই তদন্তের মনে কী?"

বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত শুরু হয়েছিল। নাম না করে এদিন আদালতে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়েরও সমালোচনা করেছেন কল্যাণ। তিনি বলেন, "কোনও একজন ব্যাক্তির সন্দেহ হল আর তিন বছর পরে প্যানেল কোথায় জানতে চাইল সিঙ্গল বেঞ্চ? যে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাকে বাতিল করা যায় কীভাবে?"

আদালতের নির্দেশে তদন্তে নেমে গাজিয়াবাদ থেকে সিবিআই প্রাথমিকের যে ওএমআর শিটের হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে তা ডিভিশন বেঞ্চের পরীক্ষা করে দেখা উচিত বলেও এদিন এজলাসে আবেদন জানান কল্যাণ।

শুধু মকর স্নান নয় মানুষের রুজি রোজগারের পথ

পূর্ব বর্ধমানের নবাব বাড়ি মকবেড়ার মেলা

স্বপন দত্ত বাউল, পূর্ব বর্ধমান, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের মত খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানে এবছরেও ১লা মাঘ মকরমেলায় মকর স্নান উপলক্ষ্যে মানুষের নজর কাড়া ভিড় চোখে পরার মতো। সেই মকর স্নান উপলক্ষে প্রতি বছরের মত এবছরেও মেলায় বসেছে ননান জিনিসের পসরা নিয়ে মানুষ রুজি রোজগার করার জন্য। বিক্রেতারা যারা মেলায় জিনিস পত্র বিক্রি করতে বসেছে তাদের কাছে জানা যায় একদিনের মেলায় তাদের ভালোই লাভ হয় কারণ বহু দূর দূরান্ত থেকে মকর স্নান করতে ও খোদা সাহেব পিড় বাবাকে দর্শন করতে আসার জন্য। প্রতিবছর যেমন গঙ্গাসাগরে মানুষ মকর স্নান করে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ গঙ্গা ও সাগরে , নদীতে ,পুকুরে মকর স্নান করে। ঠিক তেমনি পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাব বাড়িতে প্রতি বছর পয়লা মাঘ শুধুমাত্র মেয়েরাই মকর স্নান করতে আসে মকবেরায় সিন্নি পুকুরে । মকর স্নান করার সময় কোনো পুরুষের নবাববাড়ির ভেতরে ঢোকার অধিকার নেই বিকাল চারটে পর্যন্ত । পুলিশ প্রশাসন মেলায় রয়েছে নবাব বাড়ির গেটের সামনে। আগে এই সিন্নি পুকুরে মানুষ মানত করে নিজে হাতে সিন্নি ভাসিয়ে দিত। সেই সিন্নি হাতের কাছে আবার ফিরে এলে মানুষের মানত করা সফল হতো। কিন্তু এখন আর ওই পুকুরে জল নেই বহু বছর হলো জল শুকিয়ে গেছে । কৃত্রিম উপায়ে জল তোলা হয় সেই জলেই ভোর থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত মকর স্নান করে শুধুমাত্র মহিলারা । এখন আর জলের অভাবে কেউ সিন্নি ভাষাতে পারে না বিকাল চারটের পর সকলেই নবাব বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে। মেলা উপলক্ষ্যে অনেক ব্যাবসায়ী নানা রকম সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রী করছে এতে মানুষের রুজি রোজগার হচ্ছে । আগত দর্শনার্থীদের কাছে জানা গেলো সকলেই এই মেলায় আনন্দ উপভোগ করছে কোনো ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট কিছু নাই সুষ্ঠ পরিবেশ এ এই মেলা চলছে ।

বাংলায় বেকারত্ব কমেছে',বললেন মুখ্যমন্ত্রী ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোভিড পর্ব থেকে শুরু করে এযাবতকালে বিপদে-আপদে ঠিক কত চাকরি দেওয়া হয়েছে রাজ্যবাসীকে, লোকসভা ভোটের আগে থেকে মনে করালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এদিন স্পষ্ট বলেন, 'বাংলায় বেকারত্ব কমেছে'।এদিন তিনি আরও বলেন, 'দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না। আমার রক্ত থাকতে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না। আলিপুর বডিগার্ড লাইন্স হেরিটেজ এলাকা, ভাঙতে দেব না। মেট্রোর কাজের জন্য আলিপুর বডিগার্ড লাইন্স ভাঙতে বলা হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকে হাত দিলে বিবেকানন্দ, রাসমণিকে মনে করতে হবে। মেট্রোর প্রতিটা প্রকল্প আমার করা। আমি না থাকলে দিল্লি মেট্রো হত না। রেলে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস আমার করা। জোকা-তারাতলা মেট্রো আমার করা। হাত দিচ্ছে কোথায়? ওদের ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ম্যাপ নিয়ে বসলে হবে না, এলাকা পরিদর্শনের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রুট বদলাতে হলে অনেক জায়গা আছে, আমাকে বলুন, আমি দেব। কয়েকদিন পরে কালীঘাট ভাঙো, শুনব না। সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু হেরিটেজ ধ্বংস করতে দেব না।'এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, কোভিড হল না গাইডলাইনস দেয় !কোভিড হলে রাস্তায় নামে ? নাকি হাসপাতালে-হাসপাতালে ঘোরে ? নাকি গরীব লোকের ঘরে ঘরে ঘোরে ? কটাক্ষের স্বরে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার সংযোজন আপনাদের মনে নেই, আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, প্রচার করে

এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা নদীতে

আটকে ভেসেল, উদ্ধারে এনডিআরএফ, ফিরলেন পুণ্যার্থীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গাসাগর মেলা ভেঙে দিয়েছে জনসমাগমের সব রেকর্ড। প্রশাসনে দাবি, সর্বাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে এবারের সাগর মেলায়। আর এই গঙ্গাসাগরে আসতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েন পুণ্যার্থীরা। হঠাতই মুড়িগঙ্গা নদীর চরে আটকে যায় যাত্রীবোঝাই ভেসেল। বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজে নামে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । স্পিডবোটে করে পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করতে রওনা দেয় এনডিআরএফ বাহিনী। এছাড়াও যাত্রীদের অন্যত্র ভেসেলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সিভিল ডিফেন্সের ততপরতায় শেষ পর্যন্ত সকল যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। বোট নিয়ে উদ্ধারকার্য চালায় এনডিআরএফের দুটি দল। যাত্রীদের নিরাপদে লট এইটে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সকল পুণ্যার্থী সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, সাগর মেলার প্রথমদিনেও বিপত্তি দেখা গিয়েছিল। ঘন কুয়াশার জেরে ব্যাহত হয় ভেসেল পরিষেবা। প্রায় দু'ঘণ্টা বন্ধ ছিল পারাপার। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তীর্থযাত্রীরা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরে ফিরছিলেন ২০০ জন পুণ্যার্থী। সাগরের কচুবেড়িয়া থেকে কাকদ্বীপের

এরপর ৩ পাতায়

ঘন কুয়াশায় মৃত্যুমুখে বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : ঘন কুয়াশার কারণে ভয়াবহ পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনীর জাড়াতে।

মৃত্যু হল বাইক চালকের অভিজিৎ মাহাত(৩০)।

জানা গিয়েছে, শালবনী ব্লকের ভাতমোড় সংলগ্ন চাঁইপুর এলাকায় একটি পিকাপ ভ্যানের সাথে একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। ঘটনার পরেই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকে থাকা যুবকের।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলি হলেন এক তরতাজা যুবক।

আকস্মিক এই দূর্ঘঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এসেছে মৃত যুবকের পরিবারে।

পোড়ামা এবং ভবতারিণী মায়ের বাৎসরিক পূজা

নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপের পোড়ামায়ের মন্দিরে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হলো মকর সংক্রান্তি তিথি পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে। পোড়া মায়ের প্রাঙ্গণে উত্তর দিকে ভবতারিনী মন্দির । ভবতারিনী মাকে নতুন রূপে অঙ্গ রাগ করানো হলো, এবং বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হলো সারাদিনব্যাপী। সন্ধ্যায় মহাপ্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সচেতনতা শিবির

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : আর্থিক তছরুপের হাত থেকে বাঁচার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে, এই অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক উদ্যোগ নিয়ে এক সচেতনতা শিবির আয়োজন করলো ১৫ই জানুয়ারি ২০২৪ সোমবার। নদীয়া জেলার রানাঘাট -১ ব্লকের কালিনারায়ণপুর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতর সভা কক্ষে আর্থিক সাক্ষরতা নিয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, জেলা প্রশাসন এবং ক্রিসিল ফাউন্ডেশন উদ্যোগে ডিজিটাল ফিন্সিয়াল লিটেরেসির সচেতনার শিবিরে আয়োজন করেন। উক্ত শিবিরে ক্রিসিল ফাউন্ডেশন এর পক্ষে নদীয়া জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট এরিয়ার ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন এবং সহযোগী তনুশ্রী ঘোষ, লিপিকা মন্ডল। নদিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালিকাণ্ডে এখনও অধরা তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ

মায়ানমারে পালিয়ে গিয়েছেন! তবে শাহজাহানের নাম না করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক দিন আগেই বার্তা দিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করছে। অতীতের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, "কাশ্মীরের বাতালিক থেকে সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল রাজ্য পুলিশই।" এখন দেখার শাহজাহান কবে গ্রেফতার হন। কবে শেষ হয় সময়ের অপেক্ষা।শাসক তৃণমূলের মুখপাত্রদের 'আনুষ্ঠানিক' প্যানেলভুক্ত ঋজু দত্ত এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে দাবি করেছেন, শাহজানের গ্রেফতার এখন সময়ের অপেক্ষা!তবে বিজেপি শাহজাহান নিয়ে যা যা বলছে, তাকেও বিঁধেছেন শাসকদলের এই মুখপাত্র। পাশাপাশি টেনে এনেছেন হাওড়ার সাঁকরাইলে বিজেপির মহিলা নেত্রীর বাড়িতে গাঁজা মজুত রাখার অভিযোগে ধৃত বিজেপির পঞ্চায়েত স্তরের নেতার প্রসঙ্গও।

ঘটনাচক্রে, সন্দেশখালিকাণ্ডের কয়েক দিন পরেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেছিলেন, "যে বা যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে, তারা কেউই ছাড়া পাবে না। সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ডিজির ওই মন্তব্যের পর থেকেই বিভিন্ন মহলে বলা হতে থাকে, এ বার শাহজাহানের গ্রেফতারি নিশ্চিত। সন্দিগ্ধরা অবশ্য বলেছিলেন, ডিজি নিশ্চিত করে শাহজাহানের নাম বা প্রসঙ্গ বলেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, যারা আইন হাতে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই অর্থে দেখতে গেলে আইন হাতে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিও! সেই মর্মে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। ফলে রাজীবের বক্তব্যে একটা 'প্যাঁচ' থেকে থাকলেও থাকতে পারে বলেই প্রশাসনিক মহলের অনেকে মনে করছেন। তবে শাসকদলের তরুণ মুখপাত্র অত প্যআঁচ-পয়জারের ধার ধারেননি। তিনি সরাসরিই শাহজাহানের নাম করে পোস্ট করেছেন।

ঋজু লিখেছেন, "শাহজাহানকে বঙ্গ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সংস্থা খুঁজছে, তাঁর গ্রেফতারি সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বিজেপির নেতারা যখন বড় বড় কথা বলে, আগে জবাব দিক কেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে ৪১ কেজি গাঁজা পাওয়া গেল? আর শুভেন্দু, সুকান্ত ও দিলীপবাবুর ওর সাথে কী সম্পর্ক?" শাসকদলের মুখপাত্র যখন বলছেন 'শাহজাহানের গ্রেফতারি সময়ের অপেক্ষা', তখন তা কি 'ইঙ্গিতপূর্ণ' নয়? আনন্দবাজার অনলাইনকে ঋজু বলেন, "রাজ্য পুলিশ ওঁকে খুজছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা ওঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। এটা তো স্বাভাবিক যে, আজ না হোক কাল শাহজাহানকে ধরা যাবেই!"

১-ম পাতার পর

দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙায় না, কেন্দ্র - রাজ্য বিবাদে আটকে গেল আরও এক প্রকল্প

বঞ্চিত হচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর সম্প্রসারণের জন্য গত সপ্তাহেই রাজ্যের কাছে স্কাইওয়কের একাংশ ভেঙে ফেলার আবেদন জানিয়েছিল মেট্রো রেল। একই সঙ্গে জোকা - বিবাদী বাগ মেট্রোর জন্য আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের জমি চেয়েছিল তারা। মঙ্গলবার মেট্রোকে সেই চিঠির জবাব দিয়ে রাজ্য জানিয়েছে, স্কাইওয়াক ভাঙার প্রশ্ন নেই। আর আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের জমিও মেট্রোকে দেবে না রাজ্য। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে ২ প্রকল্পের ভবিষ্যত কার্যত অন্ধকারে চলে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।রাজ্যের দাবি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক বানানোর আগে মেট্রোর অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তখন অনুমতি দিলেও এখন তারা জমি চাইছে। ওদিকে বিপুল টাকা খরচ করে স্কাইওয়াক বানিয়েছে রাজ্য। তাই স্কাইওয়াক ভাঙা সম্ভব নয়। আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের জমি দিতে অস্বীকার করে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, পাশেই কেন্দ্রীয় সরকারের জমি রয়েছে। সেই জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করুক মেট্রো।

'ক্লিন এন্ড গ্রীন গঙ্গাসাগর' - এই শ্লোগান দিয়ে মেলা পরিষ্কারে হাত লাগালেন রাজ্যের ৬ মন্ত্রী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : নিউজ সারাদিন : একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে -'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' যদিও এখন আর সেই প্রবাদ প্রযোজ্য নয়। এখন গঙ্গাসাগর যাত্রা খুবই সহজ হয়ে গেছে।অস্বীকার করার উপায় নেই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়া এখন আরো অনেক সহজ হয়ে গেছে। এ বছর মেলের শেষ দিন উপচে পড়ল ভিড়। শেষ সোমবারের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে আরও ১০ লক্ষ ভক্ত পা রাখলেন সাগরে। এদিন রাজ্যের যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন," মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ পুন্যার্থী এসেছেন। যা রেকর্ড।" সোমবার এই মেলায় পুন্যার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি, অর্থাৎ নতুন করে আরও ১০ লক্ষ মানুষ পুণ্য স্নান করেছেন ষ সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে খুবই সুন্দর হয়েছে এ বছরের সাগরস্নান ও সাগরমেলা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শেষ দিনে ৬ নম্বর বিচ পরিষ্কারে হাত মেলান ৬ জন মন্ত্রী। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন,পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা I clean & green gangasagar এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এদিন সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার করতে নামেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। অনেকের ধারণা ছিল যে ২২ তারিখ অযোধ্যা রামমন্দির উদ্বোধনের কারণে গঙ্গা সাগরে ভক্তের ভিড় কম হতে পারে। তবে তা যে ভুল তা এবারের গঙ্গা সাগরে ভক্তদের ভিড় তা প্রমাণ করলো বলে দাবী করে অরূপ বিশ্বাসের। তিনি বলেন," এবারের মেলায় সব থেকে বেশি মানুষ এসেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে।এছাড়াও বিহার, হরিয়ানা থেকে প্রচুর ভক্ত এসেছেন। পুলিশ, বিভিন্ন সরকারি দফতর আর স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা গুলোর যৌথ উদ্যোগে এই মেলার দেশের ১ নম্বর মেলার পাশাপাশি দুর্ঘটনাহীন মেলা করা গিয়েছে।" যদিও প্রবল কুয়াশায় সোমবার রাতে পথভ্রষ্ট হয়ে একটি ভেসেল ভুল করে বুড়িগঙ্গা নদীতে ঢুকে চড়ায় আটকে গিয়েছিল। তবে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী খবর পেয়েই সেখানে গিয়ে সকলকে উদ্ধার করেন।

এদিন রীতিমত পরিসংখ্যান তুলে ধরে ফের এই মেলার জাতীয় স্বীকৃতি দাবী করেন অরূপ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, " এত কিছুর পরও কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র রাজ্যকে বঞ্চনা করার জন্যে বারবার দাবী করা সত্ত্বেও জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এখানেও বঞ্চনার রাজনীতি করছে।" এর আগেও একাধিকবার এই মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী একাধিক চিঠিও দিয়েছিলেন। তবে তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। মেলেনি গঙ্গাসাগরের জাতীয় মেলার স্বীকৃতি।

একথা সকলেই স্বীকার করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কারণেই এই মেলায় এখন এতো বেশি ভক্তের সমাগম ঘটছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ভক্তদের কাছে এই মেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও স্পষ্ট করে দিলেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সরকারের কাছে ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। সরকার সাধ্য মতো চেষ্টা করে এই মেলাকে সফল করেছে।

আমার সঙ্গে টক্কর নিলেই ভেঙে চুরচুর!

মোদিকে তোপ পুরীর শঙ্করাচার্যের

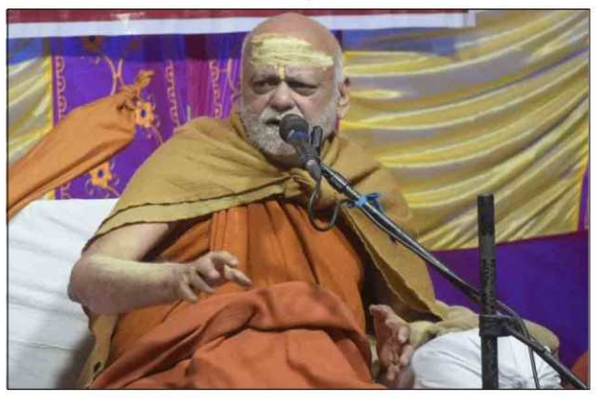

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাম না করে ফের বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। বলেন, 'যাঁরাই আমার সঙ্গে দ্বনেদ্ব জড়িয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং 'চুরচুর' হয়ে গিয়েছেন।' উদাহরণস্বরূপ মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব, নরসিমা রাও এবং জ্যোতি বসুর প্রসঙ্গ টানেন তিনি।এদিন শংকরাচার্য আরও জানান,'যাঁর কথায় লোভ, ভয় ও উদ্বেগ থাকে, সেই কথায় কোনও প্রভাব পড়ে না। আমার কথায় যদি লোভ , ভয় এবং উদ্বেগ থাকত তাহলে আমার কথাতেও প্রভাব পড়ত না। কিন্তু আমার কথায় প্রভাব পড়ে। মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে আড়ম্বর হচ্ছে, এই নিয়ে যদি সুপ্রিম কোর্ট আমার কাছে কিছু জানতে চায় তখন আমি সমস্ত কিছু দেখে আমার মতামত দেব।'

বিজেপি শংকরাচার্যকে কংগ্রেসের লোক আখ্যা দেওয়ার প্রশ্নে প্রত্যুত্তরে শংকরাচার্য জানান, 'কংগ্রেস আমলে তবে কি আমি জনসংঘের হয়ে কথা বলতাম? মোদি, যোগী, সোনিয়া সকলেই জানেন আমি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নই।'শংকরাচার্য বলেন,'এঁরা আমার সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন তার পর আমায় কিছু করতে হয়নি। তাঁরা নিজেরাই ক্ষমতাচ্যুত এবং অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েন।'

সাগরমেলা নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থানের প্রশংসা করে শংকরাচার্য বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলায় রাজ্য সরকার নিজের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করেছে। অযথা ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করে সাগরমেলার কোনও মর্যাদা নষ্ট করেনি এই রাজ্যের সরকার। মেলার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ঐতিহ্য মেনেই হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলায় রাজ্যের শাসক বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।'

২ পাতার পর

বাংলায় বেকারত্ব কমেছে',বললেন মুখ্যমন্ত্রী ?

সচেতনতা বাড়িয়ে কীভাবে মানুষকে অ্যাডজাস্ট করেছিলাম। আপনাদের প্রেসেরও লোক মারা গিয়েছেন, বন্ধুরা। তাঁদেরও আমি সাহায্য করেছি। আমার নিজের পরিবারেরও দুই জন মারা গিয়েছেন।... আমাদের অফিসার, আমাদের পুলিশরা মারা গিয়েছেন। অনেকেই মারা গিয়েছেন। কাউকেই আমি বঞ্চিত করিনি। কেএলও ছেড়ে যারা চলে এসেছেন, সবাইকে আমি চাকরি দিয়েছি, স্পেশাল হোমগার্ডের।'তিনি আরও বলেন, 'আগে যারা বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন, তাঁদেরও আমি চাকরি দিয়েছি।ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় কয়েকহাজার হোমগার্ড-পুলিশ চাকরি পেয়েছেন। চাকরির সংখ্যাটা কম নয়, আপনাদের আমি লিস্ট দিয়ে দেব। আমাদের শুধু এম এস এম ই সেক্টরেই ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক কাজ পেয়েছে। বাদবাকি সব যুক্ত করেই আমি সব দেব। আর যারা বড়বড় কথা বলছে, তাঁদের থোথা মুখ, আমি ভোঁতা করে দেব বলে এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন মুখয়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বিশ্লেষণ করে বলেন, তার কারণ, সেন্ট্রাল গভমেন্টে মনে রাখবেন, ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে। আর আমাদের এখানে ৪০ শতাংশ দারিদ্রতা কমেছে। তাই ১০০ দিনের কাজ ওরা বন্ধ করে দিয়েছে ?' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে পাল্টা নিশানা করে প্রশ্ন ছুঁড়লেন মমতা।

২ পাতার পর

গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা নদীতে আটকে ভেসেল, উদ্ধারে এনডিআরএফ, ফিরলেন পুণ্যার্থীরা

লট নম্বর ৮-এর ঘাটে যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীরা ভেসেলে উঠেছিলেন। ভোর আড়াইটে নাগাদ মুড়িগঙ্গা নদীর চরে ভেসেলটি আটকে যায়। মূলত ঘন কুয়াশা এবং জল কম থাকার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে। শীতের রাতে আটকে পড়েন তীর্থযাত্রীরা।

কুয়াশার জেরে ওই ভেসেলটি দিকভ্রষ্ট হয়ে মুড়িগঙ্গা নদীতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এরপর ভাটা চলে আসায় চরে আটকে যায়। অন্যদিকে, কুয়াশা এবং ভাটার জন্য মঙ্গলবার ভোর থেকে মুড়িগঙ্গা নদীতে কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে সাগরের কচুবেড়িয়ার মধ্যে ভেসেল চলাচল ব্যহত হয়ে পড়ে।

২ পাতার পর

আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সচেতনতা শিবির

ছিলেন সৈকত গাঙ্গুলী PD DRDC পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সার্কেল অফিসার তাপস কান্তি ঝাঁ, সৈকত দে DDM নাবার্ড, কানাইয়া কুমার senior manager, রামনগর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, পারবিন মন্ডল , senior manager, dbu, কল্যাণী, আশীষ কুমার ম্যানেজার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কালিনারায়ানপুর শাখা। এলাকার জন প্রতিনিধি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাগন উপস্থিত ছিলেন। ২০টি আনন্দধারা স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর প্রায় দেড়শ জন মহিলা সদস্যা উপস্থিত হয়। এই সচেতনতা শিবিরে আলোচনা হয়, ব্যাংকে না গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে বসেই কিভাবে অন লাইন মাধ্যমে লেন দেন করবেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যোজনার মধ্যে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, প্রধান মন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, ইত্যাদি বিষয়ে জেলার আধিকারিকগন আলোচনা করেন।ক্রিসিল ফাউন্ডেশনের Assistant Area Manager আনোয়ার হোসেন শিক্ষা শিবিরে বলেন কিভাবে আর্থিক স্বাক্ষরতা নিয়ে ক্রিসিল ফাউন্ডেশন নদীয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামে সাধারণ মানুষদের নিয়ে সচেতনতার কাজ করছে তা স ভায় আলোচনা করেন। এখনো প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ আর্থিক তছরূপে মধ্যে বিভিন্ন সংস্থায় অর্থ রেখে প্রতারিত হচ্ছে। ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক ক্যাম্প করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১৭ সংখ্যা ১৭ জানুয়ারী, ২০২৪ বুধবার ০২ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

২৪ ঘণ্টায় ডিগবাজি!

শেখ শাহজাহান মামলায় যুক্ত হতে চান না

নিজের অবস্থান বদল করলেন শেখ শাহজাহান। কলকাতা হাইকোর্টে চলা মামলায় তিনি যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। সোমবার এই মর্মে শেখ শাহজাহানের আইনজীবী বিচারপতির কাছে আর্জি রেখেছিলেন। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নিজের অবস্থান বদল করলেন শেখ শাহজাহান। তিনি এখন আর এই মামলায় পার্টি হতে চাইছেন না।অন্য দিকে জানা গিয়েছে,সন্দেশখালি কাণ্ডে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইডির উপর আক্রমণের ঘটনায় এখনও অবধি মোট সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এই সাত জনের ওই ঘটনার সঙ্গে কতটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে? তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কয়েক হাজার মানুষ সেদিন হামলা চালিয়েছিলেন। তার মধ্যে মাত্র সাত জনকে কেন গ্রেফতার করা হল? এখনও কেন শেখ শাহজাহানকে ঘটনার ১১ দিন পরেও গ্রেফতার করা হচ্ছে না? সেই প্রশ্ন উঠছে।সোমবারের পর মঙ্গলবারও কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হয়।বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে শুনানি চলে। গতকাল শেখ শাহজাহানের আইনজীবী বিচারপতির কাছে আর্জি রেখেছিলেন। শেখ শাহজাহান এই মামলায় যুক্ত হতে চাইছেন। এই বক্তব্য ছিল আইনজীবীর।

আজ মঙ্গলবার তার আইনজীবী আদালতে জানিয়ে দিলেন, তার ইচ্ছা থেকে সরে এসেছেন শেখ শাহজাহান। তিনি এই মামলায় পার্টি হতে চাইছেন না। আদালত যদি মনে করে, তাহলে শেখ শাহজাহান পার্টি হতে পারেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই ভোলবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এমনই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।এর আগে গতকাল বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন তার মক্কেল কেন আত্মসমর্পণ করছেন না? মক্কেলকে আত্মসমর্পণ করার কথা জানাতে বলেছিলেন তিনি। শেখ শাহজাহানকে কেন পুলিশ গ্রেফতার করছে না? সেই প্রশ্ন আদালতে উঠেছিল। ন্যাজাট থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে আদালতের। পুলিশ গতকাল কেস ডায়েরি না নিয়ে আদালতে গিয়েছিল। পুলিশকে সেজন্য যথেষ্ট প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

সন্দেশখালিতে ইডি অফিসাররা আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ নয়, সিবিআই, এনআইকে এই তদন্তের ভার দেওয়া হোক।এমনই বক্তব্য ইডির তরফ থেকে আদালতে রাখা হয়েছে।

দুয়ারে সরকারেও 'বঞ্চিত',

পরিষেবা দিতে নয়া কর্মসূচি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুয়ারের সরকার দিতে দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি রয়েছে। আরেকটা সরকারের পর 'বঞ্চিত' আমজনতার কাছে পৌঁছতে নয়া কর্মসূচি রাজ্য সরকারের। এবার 'বঞ্চিত' জনতার কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রতি ভোটকেন্দ্র বসবেন সরকারি আধিকারিকরা। আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। নাম রাখা হয়েছে জনসংযোগ কর্মসূচি।এদিন মমতা জানান, মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে জনসংযোগ কর্মসূচি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উচুতলার মতো নিচুতলায়ও একাংশ আছে। যারা কাজ না করে ঘোরায়।' সে কথা মাথায় রেখেই লোকসভা ভোটের আগে জনসংযোগ কর্মসূচি চালু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।কী মিলবে এই কর্মসূচিতে? অনেকে কৃষকভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবাভাতা, জাতিগত শংসাপত্র পাননি। বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁদের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার পোলিং স্টেশন অনুযায়ী ৩ সরকারি আধিকারিক বসবেন। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, যাঁরা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিরা যারা শংসাপত্র পাননি, রেশন পাচ্ছেন না, তাঁরা নাম লেখাবেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

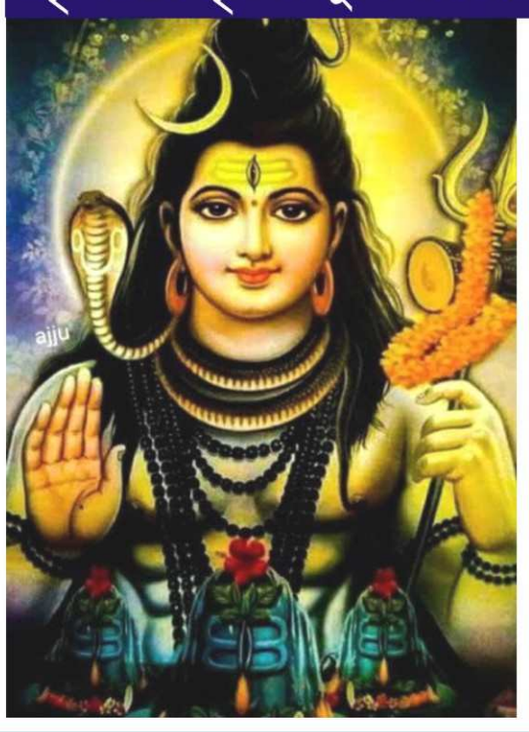

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে,।সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, আধ্যাত্বিক বিষয়ে যারা দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছে ঈশ্বর তাদের পাশে আছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে প্রমাণিত। জীবনে চলার পথে প্রচুর মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই লেখাটি শুরু করার আগেই আমার একান্ত মতামত তুলে ধরতে চাই। আমার সাংবাদিকতা জীবনে, আমার উপরে অত্যাচার অবিচার অন্যায় কিনা হয়নি, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দিয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা। আজও অত্যাচার অব্যাহত। এই কথাটি বলা বা লেখার একান্ত ইচ্ছা না থাকলেও মানবজীবনের অনুভূতির পিছনে লুকিয়ে থাকে, সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাস।২০০৮ সালে সত্য সংবাদ প্রকাশ করার ফলে ,পরিনাম হয়েছিল আমার জীবনে ভয়ংকর। শাসক দলের নেতারা আমাকে ঘরছাড়া করে দিয়েছিল। ক্যানিং এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব, আমার বন্ধু, তিনি ধর্ম চর্চা করতেন দিপেন্দু।এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দুর হাত ধরে আমি শিয়ালদায় একটি জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলাম। হিন্দু ধর্মের নেতা তপন কুমার ঘোষের বাড়িতে।সেসময় কিছু ধর্ম চর্চা শুরু হয়েছিল আমার জীবনে এই সব হিন্দু নেতাদের সন্ধিক্ষণে এসে। আসলে আমি ধর্ম টা যেভাবে উপলব্ধি করেছি সেটি একটা মনের বিশ্বাস, আর একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথিক। আজকে আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি বা সাম্প্রদায়িকতা করি ,এগুলো কিছু মানুষ উস্কানিমূলক ভাষণ বা বক্তব্য দিয়ে সমাজে ধর্মকে বিভক্ত করছে।ধর্মের মধ্যে মানুষকে ধার্মিক ভাবে, সত্যের পথে অবলম্বন করার একটাই রাস্তা, এটাই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। একশ্রেণীর মানুষ নিজের সুবিধা চিরাচরিত তা করার জন্য ,তারা ধর্মকে সামনে রেখে, তাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। মানুষের সুবিধার্থে জন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, সবার আগে মানুষ তারপরে ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনভাবে ধর্ম হতে পারে না।ধর্মের নাম করে আজকে যে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করছে বা রাজনীতি করছে, এটা কোন ধর্মের মানুষের করা উচিত নয়।সব ধর্মকে সম্মান মান্যতা দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে মানুষ মানুষের জন্য এটাই ভেবে পথ চলা উচিত। ধর্মের ইতিহাস আমাদের হয়তো অনেকের জানা নেই, তবে আজ আমার ধর্ম বা জাতি নিয়ে লেখার বিষয়বস্তু।

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ণ অনুমান। থাকতে হবে কল্পনার প্রখর শক্তি। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন{ ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ } কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে 'প্রাকৃতিক পরিবেশে' বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে কল্পনা ও অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোনো ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা-ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষণের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাব্দির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়।তবে মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতো। যেমন: ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, জ্বপাত, শিলাবৃষ্টি, ফসলের উপর পঙ্গপালের আক্রমণ এবং নানাবিধ ভয়ানক রোগ ব্যাধি। এসব ছিল মানুষের জন্য অত্যাধিক আতঙ্ক ও জীবন হুমকির ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রকাশ্যে বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পন করে কান্নাকাটি করতো এবং খুশি করার জন্য পূজো ও দিতো। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো হলো: বিক্ষুব্ধ বাতাস, সাগর,তারপর পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, অন্ধকারের ভূত প্রেত, ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু , আগুন ও পানি। একারণে সুদুর অতীক কাল থেকে কোনো কোনো সম্প্রদায় কিংবা কোনো কোনো এলাকায় কল্পিত পানির রাজাকে (বা দেবতাকে) খুশি করার জন্য পানিতে পূজো দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাই সাগর, হ্রদ, দীঘি ও নদীর জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হতো। যা আজো পৃথিবীর ভিবিন্ন আদি সমাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় বঞ্চিত দেশগুলোর আনাচে কানাচে হচ্ছে। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো সুগন্ধিফুল, শস্য দানা ইত্যাদি। সূর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দূর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয়, ভূত প্রেতের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সূর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সূর্য হচ্ছে এক বিশাল উপকারি দেবতা। সুতরাং সূর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সূর্য দেবতা ভীষণ শক্তিশালী, ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরি। এরকম মানসিক ধারণা থেকে সূর্যকে মানুষ নানা ভাবে পূজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সমপ্রদায় আগুনকে সূর্যের প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপূজা করতো। এভাবে ভয়ের কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ।এই থেকে শুরু ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মের বিষয়বস্তু।তবে সুধিরঞ্জন হালদারের লেখাতে ধর্মের কথাটা কিছুটা উল্লেখ করে গেছেন।

মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক কর্তৃক ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক তথা হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি এক একটি পৃথক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই হরিচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বৈদিকধর্মের প্রতিবাদী হিসাবে অবৈদিক মতুয়াধর্মেরও সৃষ্টি হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর আমরণ মতুয়াধর্মের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয়, জৈন, বৌদ্ধ, এবং শিখধর্মের লোকেরা যেভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে থাকেন, আর সেই থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৈদিকধর্মই বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত। বৈদিকধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থেই অবশ্য 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। তবু বৈদিকধর্মের সমস্ত লোকেরা বর্তমানে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। 'হিন্দু' একটি পারসিক শব্দ। এর অর্থ কালো, চাকর, দাস, দস্যু, পরাজিত ইত্যাদি। বিদেশী গ্রিক ও মুসলমান শাসকেরাই ভারতবর্ষের লোকদের হিন্দু নামে অভিহিত করে। ভারতীয় শাসকদের পরাজিত করে যখন এ দেশ দখল করে, তখন তারা এ দেশীয়দের কালো, পরাজিত বা চাকর অর্থে হিন্দু নামকরণ করে। সেই অর্থে সকল ভারতীয়েরাই হিন্দু এবং ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে শুধুমাত্র বৈদিকধর্মের লোকদেরই বুঝায়। তবেই বৈদিকধর্মের লোকেরা বিদেশীদের দ্বারা হিন্দু নামে অভিহিত হলেও বিদেশাগত আর্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে প্রথমে হিন্দু বলতে রাজি ছিল না। এদেশীয় বৈদিকধর্মী লোকদের হিন্দু বলে মেনে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

গণমাধ্যমের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন স্বস্তিকা মুখার্জি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। ইন্ডাস্ট্রিতে ঠোঁটকাটা হিসেবেও বেশ পরিচিত তিনি। কথা বলতে যেন কাউকেই পরোয়া করেন না এই অভিনেত্রী। নানান বিষয়ে প্রায় সময়ই নিজের মতামত প্রকাশ করেন তিনি। এবার গণমাধ্যমের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন স্বস্তিকা।

সুযোগ পেলেই যেন স্বস্তিকাকে নিয়ে চর্চায় বসে যান নেটিজেনরা। যেন তাকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বলা যায়, বিতর্কের অপর নাম- স্বস্তিকা।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে খবরের কাগজে লেখা বেশ কয়েকটি শব্দ নিয়ে কথা বলেন স্বস্তিকা। এসময় রীতিমতো সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন এই অভিনেত্রী।

এ প্রসঙ্গে স্বস্তিকা বলেন, আমি যদি গাজা (ফিলিস্তিন) নিয়ে কথা বলি, সেটা নিয়েও কাগজে কেউ লিখলেন- 'গাজা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন স্বস্তিকা'। এটা কি বিস্ফোরক? বিস্ফোরণ তো সত্যি সত্যি সেখানে হচ্ছে। নিজের সুবিধার জন্য কাগজের লোকজন ওইসব বিস্ফোরক, বিতর্ক শব্দগুলো খবরে জুড়ে দেয়। আমার বলা কথাগুলো খুব সাধারণ। বিশ্বাস করুন, আমি অসাধারণ কোনো কথা বলি না।

তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ থাকে ভক্তদের। আর তাই স্বাভাবিক কারণেই তারকাদের নিয়ে লেখালেখি হয় গণমাধ্যমে।

বিষয়টি তুলে অভিনেত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যম কীভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরছে সেটাও ভেবে দেখা জরুরি। আমজনতার সামনে কোন খবরকে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে সংবাদকর্মীদের একটি বড় দায়িত্ব থাকে। আমি তো মনে করি, পাবলিক ফিগাররা জনগণের বাবার সম্পত্তি। আমাদের নিয়ে যখন খুশি যা ইচ্ছা বলাই যায়। আমি এটা অনেকদিন আগেই মেনে নিয়েছি। এটা নিয়ে আর মাথা ব্যথা নেই। চল্লিশ উর্ধ্ব বয়স মানেই, অর্ধেক জীবন আপনি কাটিয়ে দিয়েছেন। মানুষ আমাকে নিয়ে কী বলল, কী লিখল তা নিয়ে যদি পড়ে থাকি তাহলে বাঁচব কখন?

স্বস্তিকা বলেন, আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, পাবলিক ফিগার যদি ছেলে হয় আর সে দু'বার বিয়ে করে তাহলে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একটা মেয়ে যদি দুবার বিয়ে করে, আর সে যদি পাবলিক ফিগার হয়, তাহলে তো সমালোচনার শেষ নেই তাকে নিয়ে। এটা আমাদের সমাজের নিয়ম। আমার জীবদ্দশায় তো এটা পাল্টাবে বলে মনে হয় না।

বিতর্কের মুখে নেটফ্লিক্স থেকে সরিয়ে নেওয়া হল নয়নতারার সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অবশেষে বিতর্কের মুখে নেটফ্লিক্স থেকে সরিয়ে নেওয়া হল দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা নয়নতারা অভিনীত ছবি 'অন্নপুরাণী: দ্য গডেস অব ফুড'। কয়েকদিন ধরে ছবিটি নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে, এমনকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এমনকি ভারতীয় হিন্দু সেবা পরিষদ নামের একটি সংগঠন নয়নতারা এবং সিনেমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে। এমন তুমুল বিতর্কের মুখে মুক্তির পরও নেটফ্লিক্স থেকে 'অন্নপুরাণী: দ্য গডেস অব ফুড' সিনেমাটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর নিলেশ কৃষ্ণার ড্রামা ঘরানার সিনেমাটি 'অন্নপুরাণী: দ্য গডেস অব ফুড' সিনেমাটি মুক্তি পায়। এতে নয়নতারা, জয়, সত্যরাজের অভিনয় কারও কারও কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। কিন্তু গত ২৯ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর দর্শকের কাছে সিনেমাটি ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই শুরু হয় ব্যাপক বিতর্ক।

সিনেমাটি দেখে দর্শকদের একাংশ নির্মাতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ তুলেছেন। সিনেমাটিতে আপত্তি তোলার মতো অনেক বিষয়ই রয়েছে বলে অভিযোগকারীরা বলছেন।

'অন্নপুরাণী: দ্য গডেস অব ফুড' সিনেমার অন্যতম প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জি স্টুডিওজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে এ বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছে বলে জানা গেছে। প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। যদি কারও মনে ও অনুভূতিতে আঘাত লাগে থাকে, তাহলে এ জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

তাদের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সিনেমার বিতর্কিত দৃশ্যগুলো সরিয়ে নতুন করে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শাহরুখ বিমান কিনলে সিনেমায় নেবেন নির্মাতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে নির্মাতা মণিরত্নমের পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানান বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। এবারের সাক্ষাতে শাহরুখের একটাই দাবি তাকে যেন একটি সিনেমায় কাস্ট করেন এ পরিচালক। এমনকী আর ট্রেনের মাথায় নয়, বিমানেও নাচের প্রস্তাব দেন শাহরুখ খান। এর পাল্টা জবাব দিলেন বর্ষীয়ান নির্মাতা মণিরত্নম।

শাহরুখ খান ও মণিরত্নম ১৯৯৮ সালে 'দিল সে' সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। বুধবার একটি অনুষ্ঠানে দুজনে আবার একটি প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেন।

মণিরত্নমের একটি সিনেমায় কাস্ট করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করে শাহরুখ। অভিনেতা জানান, ফিল্মমেকার যদি তাকে বলেন তাহলে তিনি প্লেনের উপরে 'ছাইয়া ছাইয়া' করতে রাজি।

শাহরুখ খান মণিরত্নমকে বলেছিলেন, "আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি এবং প্রতিবারই বলছি আমার সঙ্গে সিনেমা করতে। সত্যি করে বলছি, এবার ছাইয়া ছাইয়ার জন্য প্লেনের উপরে নাচব যদি বল। আর, শুভ সন্ধ্যা সুহাসিনী (মণিরত্নমের স্ত্রী)। আমি তোমাকে বলেছিলাম, ঘুমানোর আগে ওকে 'শাহরুখ, শাহরুখ' বলার জন্য"। অভিনেতাকে নিয়ে আরও একটি সিনেমা বানাবেন কি না জানতে চাওয়া হলে, পরিচালক বলেছিলেন, 'যখন তিনি (শাহরুখ) একটি বিমান কিনবেন।'

২০২৩ সালে শাহরুখের সব সিনেমার বক্স অফিস সাফল্য নিয়ে গর্বিত তিনি। যার মধ্যে রয়েছে ব্লকবাস্টার সিনেমা 'পাঠান' ও 'জওয়ান'। এদিন মণিরত্নমকে নিজের ছিমছাম ভঙ্গিতে বললেন শাহরুখ খান, 'মণি, শুধু তোমাকেই বলি, আমার সিনেমা যেভাবে চলছে। এ বিমান আর বেশি দূরে নয়।' জবাবে নির্মাতা মজা করে বলেন, 'আমি এটা পৃথিবীতে নামিয়ে আনব, চিন্তা করবেন না'।

মণিরত্নম পরিচালিত 'দিল সে' ভারতের উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহের পটভূমিতে নির্মিত একটি প্রেমের গল্প। সেই সিনেমায় বেশ কয়েকটি গান ছিল, যার মধ্যে 'ছাইয়া ছাইয়া' অন্যতম। এ গান লিখেছেন গুলজার এবং সুর করেছেন এআর রহমান।

সুখবিন্দর সিং এবং স্বপ্না আওয়াস্তির গাওয়া ছইয়া ছইয়া গানটির কোরিওগ্রাফি করেছেন ফারহা খান। ওই বছরই তিনি সেরা কোরিওগ্রাফির জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে ২০১৭ সালে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনীষা কৈরালা ও প্রীতি জিনতা অভিনীত এ সিনেমার নায়ক শাহরুখ বলেছিলেন, চলন্ত ট্রেনে শুটিং করা 'খুবই ভয়ের' ব্যাপার।

তিনি জানিয়েছিলেন, গানের শুটিংয়ের সময় সুরক্ষার জন্য নর্তকীদের ট্রেনে বেঁধে রাখা হয়। শাহরুখ আরও বলেছিলেন, নাচের দৃশ্যে তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে হয়েছে।

ঋতুপর্ণার নতুন চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামছেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এবার কার্টুনিস্টের চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। তার চরিত্রটি থাকবে রহস্যেভরপুর।

এর গল্পে দেখা যাবে, কলকাতায় হঠাৎ হারিয়ে যান তার স্বামী। তাকে খুঁজতেই কিছুটা গোয়েন্দাই হয়ে ওঠেন ঋতুপর্ণার চরিত্রটি। বোঝা যাচ্ছে গোয়েন্দার গল্প ঘরানার হবে এ সিনেমা। জানা গেছে, সিনেমাটি আসলে হত্যা রহস্য নিয়ে। এর নাম 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত'।

প্রথমবার পরিচালকের সায়ন্তন ঘোষালের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন ঋতুপর্ণা। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে এ সিনেমার পোস্টার। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ছাড়াও এতে বিশেষ কিছু চরিত্রে রয়েছেন, ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অম্বরীশ ভট্টচার্য, সুপ্রিয় দত্ত।

'ম্যাডাম সেনগুপ্ত' সিনেমা প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা বলেন, 'সিনেমার নামটি ভীষণ আকর্ষণীয়। সিনেমাটি মূলত থ্রিলার ঘরানার। সায়ন্তন ভীষণ ভালো পরিচালক। সায়ন্তনের সঙ্গে আমি এর আগে অ্যাড ফিল্মে কাজ করি। তারপরে ও আমায় একটি থ্রিলার শুনিয়েছিল। এ কাজটা করতে পারব ভেবেই ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে পরিচালক সায়ন্তন বলেন, 'সিনেমাটি একটা মার্ডার মিস্ট্রি। থ্রিলার থেকে শুরু করে অ্যাকশন সবই রয়েছে। সিনেমাতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকেই ম্যাডাম সেনগুপ্ত হিসেবে দেখা যাবে। সেইদিক থেকে আমার মনে হয় নামটা বেশ আকর্ষণীয়। আমরা টিম হিসেবে কাজ করতে চাই। আপাতত চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ চলছে'।

শূন্য রান করার 'দৌড়ে'

যে সব ভারতীয়দের পেছনে ফেললেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার ১৪ মাস পর টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে খেলতে নেমে শূন্য রানে রান আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি।

আফগানিস্তানের ১৫৮ রানের জবাবে খেলতে নেমে দ্বিতীয় বলেই উইকেট হারায় ভারত। ফজলহক ফারুকির দ্বিতীয় বলটি মিড অফের দিকে খেলে রান নেওয়ার জন্য শুভমানকে ডাক দেন রোহিত এবং দৌড়তে শুরু করেন।

কিন্তু শুভমান সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে বলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। খেয়াল করেননি রোহিত চলে এসেছেন তার দিকে। ফলে ক্রিজ ছেড়ে বের হননি তিনি। এতে আফগানিস্তান রান আউট করে দেয় রোহিতকে। ফলে শূন্য রানে ফিরতে হয় ভারত অধিনায়ককে।

শূন্য রান করার 'দৌড়ে' অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারকে পেছনে ফেলে দিলেন তিনি। তাদের মধ্যে প্রথম পাঁচ ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করা হলো।

রোহিত শর্মা

টি-টোয়েন্টিতে মোট ১১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। এই ফরম্যাটে তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানশিকারী। কিন্তু খাতা না খুলেই সাজঘরে ফিরতে হয়েছে ১১ বার। ১৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

কেএল রাহুল

টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ বার শূন্য করেছেন তিনি। আগে এই ফরম্যাটে ভারতের হয়ে ওপেন করতেন। এখন মাঝের দিকে নামেন। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে অবশ্য খেলেননি। তিনি ভারতের হয়ে ৭২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।

ওয়াশিংটন সুন্দর

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এমনিতেই নিশ্চিত নন। আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। তার মধ্যেই শূন্যের বিচারে প্রথম পাঁচে ঢুকে পড়েছেন। চার বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি।

শ্রেয়াস আয়ার

মাত্র ৫১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে। এর মধ্যেই চার বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। মিডল অর্ডারে ভরসার জায়গা তিনি। তবে আফগানিস্তান সিরিজে দলে জায়গা পাননি।

বিরাট কোহলি

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রানের মালিক। কোহলিকে শূন্য রানে খুব একটা সাজঘরে ফিরতে দেখা যায় না। এই ফরম্যাটে ৫০-এর উপর গড়। সেই কোহলিও চার বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন।

বিশ্বকাপ জিততে ভারতকে

যে পরামর্শ দিলেন ডি ভিলিয়ার্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন ছিল আসন্ন বিশ্বকাপের আগেই টি-টোয়েন্টি ছাড়বেন রোহিত-কোহলি। তার একটা বড় কারণ ছিল, লম্বা সময় এই দুইজনের টি-টোয়েন্টি না খেলা। তবে সেসব গুঞ্জন উড়িয়ে গতকাল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন রোহিত। কোহলিও এই সিরিজের দলে আছেন।

এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন বিশ্বকাপের ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় আছেন এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

দক্ষিণ আফ্রিকা সাবেক অধিনায়ক ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ এস এ টোয়েন্টিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, আমি বিরাট ও রোহিতের জন্য অনেক খুশি। তাদের দলে আসাতে বিস্মিত হইনি। কারণ, বিশ্বকাপ জিততে আপনি সেরা দলটিই চাইবেন। কোহলির দলে ফেরা প্রসঙ্গে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, আমার মনে হয় ভারতের সঠিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ জিততে গেলে সেরা খেলোয়াড়দেরই লাগবে। যদি কোহলি যথেষ্ট ঠিক থাকে, তাহলে তার খেলতে হবে। সে একটু বয়স হয়েছে বলে ক্যারিয়ার একটু দেখেশুনে সামলাচ্ছে কি না, তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে ২০ বছর খেলোয়াড়দের বুঝতে হবে, বিশ্বকাপ জিততে গেলে রোহিত ও কোহলির মতো কিংবদন্তির খেলা উচিত। কয়েক দিন আগেই হরভজন সিংও বলেছিলেন বিশ্বকাপ জিততে হলে রোহিত-কোহলিকে নিয়েই দল সাজাতে হবে। হরভজন বলেছিলেন, আমার মতে, বিশ্বকাপে বিরাট ও রোহিত দুজনকেই রাখা উচিত। ভালো একটি দলীয় সমন্বয় তখনই সম্ভব, যখন তরুণদের সঙ্গে ভালো মানের সিনিয়র ক্রিকেটারদেরও রাখা হয়। দলে বিরাট ও রোহিতের যথেষ্ট উপযোগীতা আছে এখনও। আমার মনে হয়, দুজনেরই বিশ্বকাপ খেলা উচিত।

'নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিলকে এগিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেইমারকে বর্তমান ফুটবল বিশ্বের সেরা তিন খেলোয়াড়ের একজন হিসেবে দেখেন ব্রাজিলের নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়র। তবে চোটে বাইরে থাকা এই তারকা ফরোয়ার্ডকে ছাড়াই তাদের এগিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। ২০১০ সালে সান্তোসের দায়িত্বে থাকার সময়ে নেইমারকে শুরুর একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার পর চাকরি হারিয়েছিলেন দরিভাল। ভারপ্রাপ্ত কোচ ফের্নান্দো জিনিসকে বিদায় করে দেওয়ার পর সেই দরিভালকেই ব্রাজিলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মাঠে কঠিন সময় পার করছে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ীরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ৬ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে আছে ব্রাজিল। তিন ম্যাচে তারা হেরেছে, জিতেছে মাত্র দুটি। দরিভালের প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে আগামী জুনের কোপা আমেরিকা।

৬১ বছর বয়সী দরিভালকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিলের কোচ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় গত বৃহস্পতিবার। এরপর সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে চলে আসে নেইমারের প্রসঙ্গ। তিনি জানান, নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিলের এগিয়ে যাওয়া শিখতে হবে, বুঝতে হবে সে চোটে আছে। তবে এটাও ঠিক, বিশ্বের সেরা তিন খেলোয়াড়ের একজন আমাদের দলে এবং আমাদের সেই সুযোগটা নিতে হবে।

গত অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধে বাজেভাবে ফাউলের শিকার হয়ে বাম হাঁটুতে চোট পান নেইমার। পরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়, তার এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছিঁড়ে গেছে। দুই সপ্তাহ পর অস্ত্রোপচার করাতে হয় তার হাঁটুতে। নেইমারকে কোপা আমেরিকায় পাওয়া যাবে না বলে গত মাসেই জানিয়ে দেন ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার। নেইমারের সঙ্গে অতীতের 'দ্বন্দ্ব' তাদের জাতীয় দলে কাজের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে কিনা- এমন প্রশ্নে দরিভাল বলেন, নেইমারের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা নেই। সান্তোসে পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যাশার বাইরে চলে গিয়েছিল। সান্তোস বোর্ড একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (দরিভালকে বরখাস্ত করার) এবং আমি সেটিকে সম্মান করেছি। এটুকুই। আমাদের কখনই কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা যতবারই দেখা করেছি, ততবারই পরিস্থিতি ইতিবাচক ছিল। যত দিন সে লক্ষ্যে স্থির থাকবে, যখন সুস্থ হয়ে উঠবে, তাকে দলে ডাকা হবে।

২০১০ সালে সান্তোসে দরিভালের কোচিংয়ে খেলতেন তখনকার ১৮ বছর বয়সী নেইমার। আতলেতিকো গোইয়ানিয়েন্সের বিপক্ষে একটি ম্যাচে পেনাল্টি পাওয়ার পর তা নিতে যান নেইমার, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেননি দরিভাল। তখনকার সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মাঠেই কোচের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন নেইমার। পরে মাঠের বাইরেও কোচকে অপমান করেছিলেন তিনি। পরের ম্যাচে নেইমারকে বাদ দেন দরিভাল। ব্রাজিলের উঠতি তারকাকে জরিমানাও করে সান্তোস। ক্লাব অবশ্য দ্রুতই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু দরিভাল এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত করা হয়।

উইন্ডিজ সিরিজে রিচার্ডসনকে নিয়ে অজি শিবিরে শঙ্কা

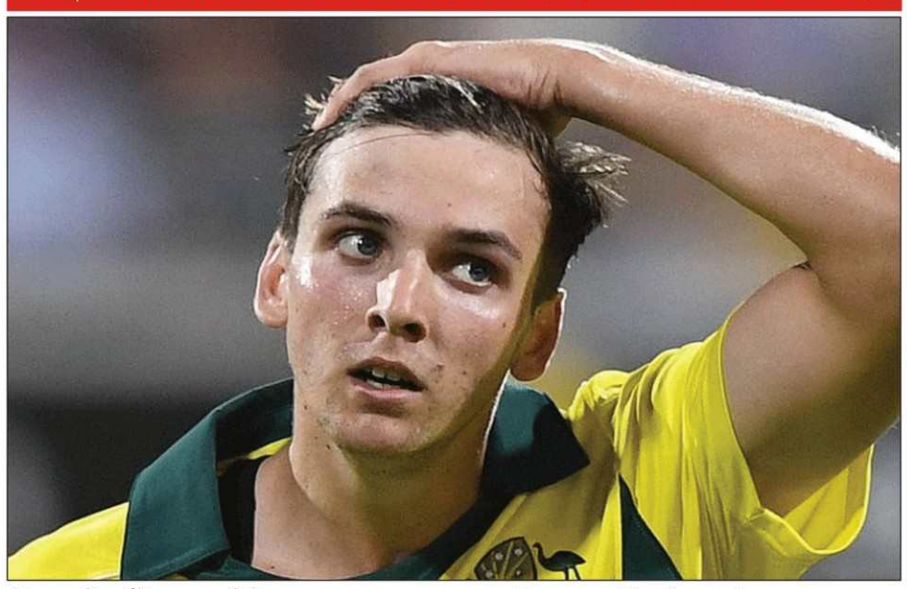

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দেড় বছর পর ওয়ানডে খেলার যে সম্ভাবনা জেগেছিল জাই রিচার্ডসনের সামনে, সেটা এখন ঝুলছে অনিশ্চয়তার সুতোয়। চোট ছোবল দিয়েছে তার শরীরে। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে এই অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে পাওয়া নিয়ে জেগেছে শঙ্কা।

বিগ ব্যাশে গত বুধবার পার্থ স্কর্চার্সের হয়ে ব্রিজবেন হিটের বিপক্ষে খেলার পর সাইড স্ট্রেইনে ব্যথা অনুভব করেন রিচার্ডসন। গ্যাবার ওই ম্যাচে ৪ ওভারে ৫২ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন তিনি। স্ক্যান করার পর জানা যায়, তার চোট গুরুতর। বিগ ব্যাশের চলতি আসরের বাকি অংশে খেলতে পারবেন না ২৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। আসরে এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচ খেলে ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ১৩ সদস্যের ওয়ানডে দলে আছেন রিচার্ডসন। এই সংস্করণে দেশের হয়ে সবশেষ ২০২২ সালের জুনে খেলেছিলেন তিনি।

দুই টেস্টের সিরিজের পর মাঠে গড়াবে ওয়ানডের লড়াই। ম্যাচ তিনটি হবে আগামী ২, ৪ ও ৬ ফেব্রুয়ারি। এই সিরিজে রিচার্ডসনের খেলা এখন তাই অনেকটাই অনিশ্চিত। ক্যারিয়ারে আগেও অনেকবার চোটে পড়েছেন রিচার্ডসন। কাঁধে অস্ত্রোপচার করার পর এখনো ঠিকমতো থ্রো করতে পারেন না তিনি। এবার পড়লেন আরেকটি চোটে।

হেলিকপ্টারে করে মাঠে এলেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ছয় দিনের ব্যবধানে সেই সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডেই বিগ ব্যাশ খেলার অপেক্ষায় ডেভিড ওয়ার্নার। সিডনি ডার্বি খেলার জন্য হেলিকপ্টারে করে মাঠে আসেন বাঁহাতি এই ওপেনার।

অবসর নেওয়ার পর ভাইয়ের বিয়েতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ওয়ার্নার। সব কাজ শেষ করে আজই হেলিকপ্টারে করে খেলার জন্য রওনা হন তিনি। প্রায় ২৫৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সেই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে 'থ্যাংক্স ডেভ' লোগোর ওপর।

এখন থেকে শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যস্ত থাকবেন ওয়ার্নার। টেস্টের পাশাপাশি ওয়ানডেকে বিদায় দিয়েছেন তিনি।

ওয়ার্নারকে দলে পেয়ে থান্ডার পেসার গুরিন্দার সান্ধু বলেন, 'আমাদের দলে খেলার জন্য তাকে অনেক উদ্যম দেখাতে হচ্ছে। তাকে পেয়ে আমাদেরও ভালো লাগবে। গত বছর তার উপস্থিতি আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার ছিল। এটা ঠিক যে তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী রান করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের যেসব জ্ঞানের কথা বলেছেন, তা অনেক কাজে দিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা তার খেলা উপভোগ করে।'

লেভানদোভস্কির গোল

মানতে পারছেন না ওসাসুনা কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্প্যানিশ সুপার কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওসাসুনাকে ২-০ ব্যবধানে হারায় বার্সেলোনা। লম্বা সময় কাতালানদের আটকে রাখলেও বিরতির পর গোল খেয়ে বসে ওসাসুনা। তবে রবের্ত লেভানদোভস্কির করা সেই গোলটিই মানতে পারছে না দলটি। তাদের দাবি, বিতর্কিত রেফারিং হয়েছে ম্যাচে।

সৌদি আরবের রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে বার্সেলোনা। যদিও ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা ছিল তাদের। তবে বিরতির পর ডেডলক ভাঙেন লেভানদোভস্কি। ইলকাই গিনদোয়ানের থ্রু পাস ধরে পায়ের কারিকুরিতে বল জালে পাঠান তিনি। গোলটি সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করার জন্য রেফারিকে জানায় ওসাসুনা ফুটবলাররা।

তাদের দাবি আক্রমণেটি করার আগে দলটির ফরোয়ার্ড হোসে আরনাইসকে ফাউল করেছিলেন বার্সেলোনার ডিফেন্ডার আনেদ্রুয়াস ক্রিস্তেনসেন। কিন্তু ভিএআরের সাহায্যে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। খেলা শেষে মুভিস্টার প্লাসকে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান ওসাসুনা কোচ। রেফারির এই সিদ্ধান্তকে অন্যায় বলছেন তিনি।

হাগোবা আরাসাতে বলেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা অন্যায়ের শিকার হয়েছি। পুরো ম্যাচেই (দুই দলের ক্ষেত্রে) রেফারিংয়ের ধরন ছিল ভিন্ন। (গোলের আগে) ফাউলটা ছিল পরিষ্কার।'

এদিকে গোলটি ম্যাচ চলাকালীন বার্সেলোনা কোচের কাছেও মনে হয়েছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু ম্যাচ শেষে ভিডিও দেখে মনে হয়নি কিছুই। জাভি হের্নান্দেস বলেন, 'সত্যি বলতে, লাইভ দেখে সেটা ফাউল মনে হচ্ছিল। কিন্তু রিপ্লে দেখলে বোঝা যায়, আসলে তেমন কিছুই হয়নি। কখনও কখনও রেফারির সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে আসে, কখনও বিপক্ষে কাজ করেযাই হোক, আমার মনে হয় না, আজকের ম্যাচের ফলে তার সিদ্ধান্ত ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।'

অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলে

ফিরতে পেরে বেশ খুশি রেনশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাস ছয়েক আগে টেস্ট থেকে ডেভিড ওয়ার্নার অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর সুযোগের অপেক্ষায় থাকা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মনে কী চলছিল, আনদাজ করাই যায়। স্বাভাবিকভাবেই দলে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল তারা। সেই দৌড়ে এগিয়ে থেকে টেস্ট দলে ফেরা ম্যাট রেনশ বললেন, গত ৬ মাস 'অদ্ভুত' কেটেছে তার। তবে এই সময়ে নিজের ক্রিকেটকে বেশ উপভোগ করেছেন টপ অর্ডার এই ব্যাটসম্যান।

গত বছরের জুনে ওয়ার্নার ঘোষণা দেন, পাকিস্তান সিরিজের সিডনি টেস্ট দিয়ে এই সংস্করণের ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেবেন তিনি। যেই কথা, সেই কাজ। জানুয়ারিতে খেলে ফেললেন এই ওপেনার দেশের হয়ে শেষ টেস্ট। ওয়ার্নারের বিদায়ের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য ১৩ সদস্যের দলে রেনশকে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া। ঘরোয়া ক্রিকেটের পরীক্ষিত দুই ওপেনার মার্কাস হ্যারিস ও ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে পেছনে ফলে গত ফেব্রুয়ারির পর দলে ফিরেছেন ২৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

রেনশর দলে ফেরার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে ঘরোয়া ক্রিকেটের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। ২০২২ সালের জুলাই থেকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫২.২০ গড়ে ১ হাজার ৫৬৬ রান করেছেন তিনি, সেঞ্চুরি সাতটি। এই সময়ে রেনশর চেয়ে রান বেশি করলেও ততটা ধারাবাহিক ছিলেন না ব্যানক্রফট ও হ্যারিস, দুইজনেরই গড় পঞ্চাশের নিচে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবেন না রেনশ। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে উসমান খাওয়াজার সঙ্গে ওপেন করবেন স্টিভেন স্মিথ। খেলার সুযোগ না পেলেও দলে ফিরতে পেরে বেশ খুশি বাঁহাতি ব্যাটসম্যান রেনশ।

তিনি জানান, দলে ডাক পাওয়া সত্যি দারুণ ব্যাপার। এর জন্য অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ডেভি (ডেভিড ওয়ার্নার) অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে ৬ মাস ছিল অদ্ভুত। তবে এই সময়ে আমি আমার ক্রিকেট খেলাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। নিশ্চিতভাবেই, দলে খেলোয়াড়রা আসবে, যাবে। এটাই ক্রিকেট খেলার নিয়ম। তবে আমি আমার খেলাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছিসেটা হোক অস্ট্রেলিয়া 'এ', প্রধানমন্ত্রী একাদশ, কুইন্সল্যান্ড কিংবা কাউন্টি ক্রিকেটে।

ওয়ার্নার টেস্ট ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে মূল আলোচনা ছিল পরবর্তী ওপেনার নিয়ে। রেনশ, ব্যানক্রফট, হ্যারিসের সঙ্গে আলোচনায় এসেছিল মার্নাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিনের নামও। ওপেনিং পজিশনের এই লড়াইয়ে নিজে থেকে যোগ দেন স্মিথ। জানান, ইনিংস শুরু করার ইচ্ছার কথা। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের আগ্রহকেই প্রাধান্য দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। স্মিথের এতদিনের ব্যাটিং পজিশন চার নম্বরে খেলবেন গ্রিন। কোনোদিন ওপেন না করা স্মিথকে দায়িত্বটি দেওয়ায় খারাপের কিছু দেখছেন না রেনশও।

তিনি বলেন, টেস্ট ক্রিকেটে তার (স্মিথ) গড় ৬০। সে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার। দলে ক্যামও (গ্রিন) আছে এবং তার সামর্থ্য সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। নির্বাচকরা দেশ সেরা ৬ ব্যাটসম্যানের কথা বলছে এবং নিঃসন্দেহে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারাই সেরা ৬। আমার জন্য বিষয়টি হচ্ছে, যখন দলের সঙ্গে থাকব তাদের থেকে শেখার চেষ্টা করা।"

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR